কালের কণ্ঠ

তারিখ ..... 30 JUN 2016
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...১... .....

শিক্ষায় প্রশংসনীয় উদ্যোগ

মানবসম্পদ উন্নয়নে আরো পদক্ষেপ নিন

শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ যেকোনো দেশের উন্নয়নের মূল ভিত্তি। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের বর্তমান সময়ে শুধু কায়িক শ্রমের মূল্য প্রায় নেই বললেই চলে। ন্যূনতম কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলেই শুধু কারো পক্ষে শ্রমবাজারের বর্তমান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব। আমাদের দুর্ভাগ্য, দীর্ঘদিন ধরে মানবসম্পদ উন্নয়নে রাষ্ট্রের সীমাহীন অবহেলাই আমরা দেখে এসেছি। ফলে আমাদের জনশক্তির কারিগরি দক্ষতা প্রায় শূন্যের কোটায়ই নেমে গিয়েছিল। আর জনশক্তি সম্পদ না হয়ে ক্রমেই বোঝার পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই অতি জরুরি দিকটিতে কিছুটা হলেও দৃষ্টিপাত করেছে। আর তার ফলও ফলতে শুরু করেছে। সাত বছর আগে যেখানে দেশে কারিগরি শিক্ষার হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ, সেখানে এখন এই হার ১১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই ধারায় মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকার নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। তারই একটি হচ্ছে ১০০টি উপজেলায় কারিগরি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। গত মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এক হাজার ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ-সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 'কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট' নামের এই প্রকল্পে ১০০টি উপজেলায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়াও কলেজ শিক্ষা খাতে সংস্কার, উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়ানো, বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন, সরকারি ও বেসরকারি কলেজে অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রিতে শিক্ষার মানোন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। নিঃসন্দেহে সরকারের এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার।

শিক্ষা মানসম্মত না হলে শিক্ষার মূল্য উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। আমাদের উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। সমালোচনার অন্ত নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং বা বৈশ্বিক মান বিচারে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। এর একটি প্রধান কারণ শিক্ষার ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া। স্কুল ও কলেজে যদি মানসম্মত লেখাপড়া না হয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মান উন্নয়ন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষার মানোন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রমাগতভাবে পেছনে ঠেলেছে। ঘুষ নিয়ে এমন সব শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাদের নিজেদেরই উপযুক্ত শিক্ষা নেই। তাই স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীরা যাতে শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত গবেষণাগার থাকতে হবে। উপযুক্ত পাঠাগার নির্মাণ, জ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আধুনিক শিক্ষার জন্য উন্নত দেশে যেসব সরঞ্জাম ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সেগুলো আমাদের স্কুল-কলেজেও সহজলভ্য করতে হবে। সর্বোপরি মানোন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকতে হবে। আমরা মনে করি, প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত হলেও সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তা অত্যন্ত জরুরি ছিল। একই ধারায় সরকার এগিয়ে যাবে—এমনটাই প্রত্যাশিত।